

বাংলা ভাইয়ের শাসন যেমন চলছে

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ॥ রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরে অজপাড়া গ্রাম বাগমারা থানার হামির কুৎসা ইউনিয়নের আলোকনগর। আলোকনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশেই '৭১-এর কুখ্যাত রাজাকার রমজান কায়ার বাড়ি। সকাল ১০টায় রাজশাহী শহর থেকে রওনা হয়ে বেলা সোয়া বারোটায় পৌঁছে যাই “বাংলা ভাইয়ের” শাসনের কন্ট্রোল রুম রমজান কায়ার ক্যাম্পে। অবিশ্বাস্য এবং শ্বাসরুদ্ধকর এক পরিস্থিতি এখানে। কোমলমতি কোন সাধারণ মানুষ ক্যাম্পের ধারে কাছে গেলেই বেহুঁশ না হয়ে গত্যন্তর নেই। রাস্তার পাশেই রমজান কায়ার বাড়ি। বাড়ির আধা কিলো দূরে লাদেন স্টাইলে দাড়ি, কাবলী পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরিহিত মধ্যবয়সী যুবকরা পাঁচ-দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে দেড়-দু’হাত লম্বা সাদা ঝকঝকে তলোয়ার, মাছ মারার বল্লম এবং হকিষ্টিক। বাড়ির চারপাশে যারা আছে সবার হাতে পিস্তল-রিভলবার। সোয়া বারোটায় রিক্সা থেকে নামতেই ‘মাগো, বাবাগো বাঁচাও’ চিৎকার ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে নিজেও এগিয়ে গেলাম। দু’একজনকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম কি হচ্ছে। তাঁরা বললেন, ‘বাংলা ভাই’ তাঁর আদালতে বিচার কার্য শুরু করেন বিকাল সাড়ে চারটায়। একটি বিশেষ ঘটনার কারণে দুপুরে এই বিচার শুরু হয়েছে। অপরাধ এই যুবক দু’দিন আগে এদের বাহিনীতে যোগ দিয়ে তথ্য পাচার করে দিচ্ছে। লোকজন আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলে, প্যান্টের নিচের অংশ ভাঁজ করে উপরে তুলুন। পায়ের গোড়ালি বের করে রাখুন। তা না হলে বাংলা ভাইয়ের লোকেরা হকিষ্টিক দিয়ে আঘাত করে পায়ের গোড়ালি ভেঙ্গে দেবে। কোন রকমে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করে এক বাড়িতে গিয়ে খানিক বিশ্রাম নেয়ার পর লুঙ্গি ও পুরনো একটি গেঞ্জি পরে আবার ক্যাম্প এলাকায় গেলাম। প্রতিদিন এখানে নির্যাতন দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমায়। ভিড়ের মধ্যে রমজান কায়ার বাড়ির সামনে প্রবেশপথে গিয়ে দেখি, সেকালের মহারাজাদের বাড়ির গেটের মতো পাহারা বসেছে। সবার হাতে লম্বা তলোয়ার, হকিষ্টিক, রিভলবার, পিস্তল, শটগান। রমজান কায়ার পুরো বাড়ি হচ্ছে ওদের কয়েদিখানা। যাদের একাধিকবার নির্যাতন করা হবে তারাই এখানে থাকে। বাড়ির বিপরীত দিকে বাঁশতলায় বেঞ্চ পেতে বসে আছেন ‘বাংলা ভাই’। সঙ্গে তাঁর সভাসদরাও রয়েছেন। রবিবারই তাঁরা নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ক্যাম্পের একাংশ আলোকনগর বাজার সংলগ্ন আলোকনগর উচ্চ বিদ্যালয় সরিয়ে এনেছেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ৩০/৪০টি মোটরসাইকেল, পুলিশের পিকআপ ভ্যান এবং তিনটি মাইক্রোবাস নিয়ে ‘বাংলা ভাই’ কমান্ডো স্টাইলে এখান থেকে সাতটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে। এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পুকুরের মাছ, নতুন ওঠা ধান, প্রবাসীদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা চাঁদার অর্থে ভালই কেটে যাচ্ছে ইসলামী জঙ্গী এই মুজাহিদিন বাহিনীর। তাদের কথা অমান্য কেউই প্রাণভয়ে করে না। এলাকাবাসী এই প্রতিবেদককে জানিয়েছে, মাইকিং করে বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী জলসার আয়োজন করে সবাইকে দাওয়াত দেয়া হয়। মাইকের ঘোষণায় বলে দেয়া হয়, যারা এই জলসায় যাবে না তারা ‘সর্বহারার’ লোক। এভাবে সবাইকে বাধ্য করা হচ্ছে জলসায় আসতে। জলসা শুরুর পর বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরে আনা যুবকদের সর্বহারার সঙ্গে অবস্থান ত্যাগ করার মনগড়া স্বীকারোক্তি প্রকাশে বাধ্য করা হয়। বোরখা ছাড়া কোন মেয়েলোক দেখলে তার মুখে, পেটে কালি, কাদা ও আলকাতরা মেখে দেয়া হচ্ছে। সব সময় তারা একটা স্লোগান দেয়— ‘এক লাদেন লুকিয়ে, লক্ষ লাদেন ময়দানে’। তাদের গাড়িতে ওসামা বিন লাদেনের ক্যাসেট বাজানো হয়। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন তাদের সঙ্গে তমিজের সঙ্গে ব্যবহার করে। নিশ্চিহ্ন নিরাপত্তার মধ্যে যাতে কোন তথ্য পাচার হতে না পারে সেজন্য তারা খুবই সতর্ক থাকে। স্থানীয় যুবক আফজাল হোসেন লালু তাদের হয়েই কাজ করছিল। তথ্য পাচারের সন্দেহের অভিযোগে তার দু’হাত কনুইয়ের গোড়া দিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। দীর্ঘদেহী লাদেন স্টাইলের দাড়িধারী এই ‘বাংলা ভাই’ এখন বৃহত্তর রাজশাহীর মানুষের কাছে বিশেষ আলোচিত নাম। তাঁর শাসনাতলে এক শ্রেণীর চাটুকার শান্তির নহর বইয়ে যাওয়ার কথা বলছেন। তাদের বক্তব্য ‘সর্বহারার নির্যাতন থেকে বাঁচা যাচ্ছে’। অপরদিকে অধিকাংশ পুরুষ লোক আতকে এলাকা ছাড়া। উৎসুক জনতাসহ যারা এলাকায় আছেন তাঁদের প্রত্যেকের মুখে অজানা আশঙ্কা আর আতঙ্কের ছাপ। কেউ কারও সঙ্গে কথাটুকু পর্যন্ত বলছেন না। নিতান্ত প্রয়োজনে দু’এ কথায় কাজ সেরে ফেলছেন। শুক্রবার দুর্গাপুর থেকে এখানে ধরে এনে নির্যাতন করা হয়েছে এক যুবককে। শনিবার দ্বিতীয় দফা নির্যাতনের পর সে প্রাণ হারায়। রবিবার পর্যন্ত লাশ ক্যাম্পেই পড়ে ছিল। রবিবার বিকালে লাশ তার গ্রামের বাড়ি পাঠানো হয়েছে। সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ শুনে কেউ ভয়ে লাশ পর্যন্ত গ্রহণ করতে আসেনি। রবিবার সাড়ে চারটায় বাগমারা থেকে রওনা করে সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টায় রাজশাহী শহরে ফিরে আসার পথে বাস, টেম্পো বিভিন্ন স্টেশন সর্বত্রই এখন আলোচিত হচ্ছে ‘বাংলা ভাই’ উপাখ্যান।